



10160 - জনকৈ নারী পবিত্রতা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসাতে আক্রান্ত

প্রশ্ন

জনকৈ নারী পবিত্রতা সংক্রান্ত ওয়াসওয়াসা এবং ওয়ু করার পর মলমুত্র রোধ করার অনুভূতি হওয়াতে আক্রান্ত। একবার তিনি অনুভব করছেন যে, কটে একজন তাকে কুরআনকে গালি দিতে ও আল্লাহকে গালি দিতে নরিদশে দিচ্ছে। তখন তিনি কঁদে ফেলেন। এই ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা ও এর থেকে মুক্তির উপায় কভাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অনকে মানুষ এ ধরণে ওয়াসওয়াসাতে (শুচিবায়ুতে) আক্রান্ত। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত্তা ইল্লা বলিলাহ্ (কোন সামর্থ্য নই, কোন শক্তি নই আল্লাহ ছাড়া)। ওয়াসওয়াসার ঔষধ হচ্ছে বতিড়তি শয়তান থেকে অধিকহারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। বিশেষতঃ সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এর মাধ্যমে। কারণ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সূরাগুলোর তুল্য কিছু নই: সূরা ফালাক্বের মধ্যে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কেননা শয়তান আল্লাহর সৃষ্টি। আর সূরা নাসের মধ্যেও।

এই ওয়াসওয়াসার ঔষধ হচ্ছে বতিড়তি শয়তান থেকে বেশি বেশি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহর কাছে ধরনা দাও। ব্যক্তির অন্তরে যা উদতি হয় সটোর প্রতিভ্রুক্শপে না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প রাখা।

উদাহরণতঃ আপনি কি একবার ওয়ু করছেন, না দুইবার, না তিনবার শয়তানের সবে ওয়াসওয়াসার দিকে ভ্রুক্শপে করবেন না। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, সে ওয়ু করনি কিংবা কোন অঙ্গ ধৌত করনি কিংবা নয়িত করনি; তবুও সে এর দিকে ভ্রুক্শপে করবে না। অনুরূপভাবে কটে যদি তার নামাযের মধ্যে অনুভব করে যে, সে তাকবীরে তাহরীমা বলেনি সে দিকে সে ভ্রুক্শপে করবে না। অনুরূপভাবে প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহকে গালি দাও কিংবা মুসহাফকে গালি দাও কিংবা অন্য কোন কুফরি; সে দিকে সে ভ্রুক্শপে করবে না। ভ্রুক্শপে না করায় তার কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি যদি ধরে নেয়া হয় যে, তার মুখে সটে তার অনিচ্ছা সত্বেও উচ্চারিত হয়েছে; এতে করে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জবরদস্ততি কোনে তালাক্ব নই”। হাদিসটি বর্ণনা করছেন আবু দাউদ ‘সুনান’ গ্রন্থে (২১৯৩) এবং আহমাদ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে (৬/২৭৬)। আলবানী ‘আল-ইরওয়া গ্রন্থে হাদিসটিকে (২০৪৭) হাসান বলছেন। যদি ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক্বই কার্যকর না হয় তাহলে এটি ক্শমার্হ হওয়ার আরও অধিক উপযুক্ত। কনিতু



ব্যক্তি এর থেকে মুখ ফরিয়ে নবিনে এবং একে গুরুত্ব দবিনে না।

এই নারী ও তার মত অন্য যত সব নারী এই মুসবিতরে শকির তাদরে জন্য আমার উপদশে হলো: বেশি বেশি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া। মহান সূরাদবয় (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) পড়া। দৃঢ় সংকল্প রাখা এবং এ সকল শয়তানী ওয়াসওয়াসার দকি ভ্রুক্ষেপে না করা।

যদি শয়তান কারো অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে কথিবা এ জাতীয় কোন শয়তানী ওয়াসওয়াসা আরোপ করে এতে তার কিছু যায় আসে না। কোননা সেই ব্যক্তি এই সন্দহের কারণে এই জন্য কষ্ট পাচ্ছে যত, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে। যার ঈমান নই সন্দহে হওয়া বা না-হওয়াতে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু এ সকল সন্দহে থেকে যত ব্যক্তি কষ্ট পায় সত হলো মুমনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলছেন: “সটে হচ্চে সুস্পষ্ট ঈমান”। [সহি মুসলিম (১৩২)] অর্থাৎ শয়তান তোমাদের কারো অন্তরে এ ধরণে যত বিষয়গুলো নক্ষিপে করে সটে সুস্পষ্ট ঈমান তথা খাঁটি ঈমান। তিনি সটেকে খাঁটি ঈমান বলে উল্লেখ করছেন। কোননা এ ব্যক্তির অন্তরে সন্দহের উদ্রকে হওয়ায় সত এই সন্দহের কারণে স্বস্তি পাচ্ছে না। এর দকি ভ্রুক্ষেপে করছে না। এতে কষ্ট পাচ্ছে এবং এই সন্দহকে সত চাচ্ছে না। শয়তান ঐ সকল অন্তরগুলোতে আসে যগুলো ঈমানে ভরপুর যাত করে সেগুলোকে ধ্বংস করতে পারে। শয়তান বশ্বাস বর্জিত অন্তরগুলোতে আসে না। কোননা সেগুলো বশ্বাস বর্জিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) কথিবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলা হয়েছিল: “ইহুদীরা বলে আমাদের নামাযে আমাদের ওয়াসওয়াসার উদ্রকে হয় না। তিনি বলেন: হ্যাঁ। শয়তান এমন অন্তরে কি করবে যটে ধ্বংসপ্রাপ্ত!!”

সই নারীর জন্য আমার উপদশে হচ্চে- তিনি এ সবকিছু থেকে মুখ ফরিয়ে নবিনে। তিনি শুরুতে কষ্ট পাবনে। শীঘ্রই তিনি দেখবেন যত, তিনি পবিত্রতা ছাড়া কথিবা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামায পড়ছেন কথিবা এ জাতীয় অন্য কিছু। কিন্তু তিনি অচরিই এতে স্বস্তি পাবনে। তার সন্দহে ও ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।

এমন অনকে মানুষ এ ধরণে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলে এবং তাদরেকে এই ওয়াসওয়াসাকে প্রতহিত করার ব্যাপারে পরামর্শ দয়ো হয়েছিল। আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাদরেকে সুস্থ করছেন।

আমরা আল্লাহর কাছে সুস্থতার প্রার্থনা করছি।